

Gillette আবিষ্কার

আবিষ্কার হয় নানা রকমের।

কোনোটা আনে আবেগ, কোনোটা কৌতূহল, কোনোটা রাগ, কোনোটা হাসি, কোনোটা খাঁটি আগ্রহ। মোট কথা, সবগুলোই এমন আবেগের মুহূর্ত তৈরি করে, যা রেখে যায় ভোলা যায় না এমন স্মৃতি।

সবচেয়ে মানবিক আবিষ্কারগুলো প্রায়ই ঘটে কোনো সম্পর্কের ভেতরে, যখন এক দম্পতি টের পায় সেই ভয়ংকর তৃতীয়জনের অস্তিত্ব: প্রেমিক বা প্রেমিকা।

আর কখনও কখনও ওরা আশা করে, আবিষ্কারটা ওখানেই শেষ হবে।

উল্টে কাহিনি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, যখন ওরা জানতে পারে সেই তৃতীয়জন একই লিঙ্গের, আর হঠাৎ লড়াইটা আর অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় নিজের অহংয়ের সঙ্গে। প্রথম প্রশ্নটা এসে পড়ে তক্ষুনি:

আমার ভুলটা হল কোথায়?

সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কারগুলো বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত: এক যুগান্তকারী চিকিৎসা, এক অলৌকিক ওষুধ, এমন এক সাফল্য, যা অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

কেবল পরে গিয়েই আমরা আবিষ্কার করি, কেউ একজন স্রেফ আমাদের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিল।

সে জাদুকর ছিল বলে নয়।

সে ভেলকিবাজ ছিল বলে নয়।

বরং তার ছিল এক আশ্চর্য গুণ: আমাদের স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা, সঙ্গে হাতিয়ার হিসেবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আর একটা চমৎকার মার্কেটিং বিভাগ।

তারপর আছে আর্থিক আবিষ্কার।

আর এখানে মিস্টার ইলন মাস্ক একজন সত্যিকারের ওস্তাদ।

কর্মীদের গোটা গোটা দল একদিন সকালে ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করে, আর্থিক মহাবিশ্বের কোনো এক উদ্ভট মোচড় তাদের রাতারাতি বড়লোক বানিয়ে দিয়েছে।

সেই দিনটার কথা তো তুলছিই না, যেদিন তোমার বাড়িতে চোর ঢোকে আর তুমি আবিষ্কার করো ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে সোনার ভাইব্রেটরটা — ইতিহাসের প্রথম ও একমাত্র কথা-বলা সংস্করণ, এক অতৃপ্ত স্ত্রীর গর্বের

সম্পত্তি — অথচ ফেলে গেছে আনকোরা নতুন একটা ROLEX DAYTONA, যেটা তখনও ডেস্কের ওপর নিজের আসল বাক্সে অক্ষত পড়ে আছে।

কিছু আবিষ্কার স্রেফ যুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখায়।

কিন্তু যে আবিষ্কারগুলোর কথা কেউ কখনও বলে না, সেগুলো হল দৈবাৎ ঘটে যাওয়া আবিষ্কার।

যে আবিষ্কারগুলো নিঃশব্দে আসে।

যেগুলোকে আমরা পাত্তা দিই না, কারণ মনে হয়, দামি হওয়ার পক্ষে সেগুলো বড্ড সাধারণ, বড্ড স্পষ্ট, বড্ড সস্তা।

আসলে মানুষ সহজ জিনিসের কদর কমই করে। কদর করে রহস্যের। কদর করে "কেন" প্রশ্নটার।

এ পর্যন্ত নতুন কিছু নয়।

যা যা বললাম, সবই আমাদের চেনা জগতের জিনিস।

কিন্তু আজ আমি তোমাকে এক বন্ধুর কথা বলতে চাই।

এক লাজুক খুদে নায়ক, যে স্বীকৃতি না চেয়েই প্রাণ বাঁচায়।

এক প্রাকৃতিক প্রাণরক্ষক, কিংবদন্তি অনুযায়ী যে ভ্যাম্পায়ারদের ল্যাজ তুলে পালাতে বাধ্য করতে পারে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ:

রসুন। হাহাহাহাহা!

যখন আমি এক আশ্রয়কেন্দ্রে থাকছিলাম, পেটে খিদে, খাবার কেনার পয়সা নেই, অন্যদের নজরের নিচে, কারণ আমি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে অভাবীদের দলে নাম লিখিয়েছি, এক ব্রাজিলীয় তরুণ আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিল।

"রসুন খেতে শুরু করো," সে বলল।

তারপর বুঝিয়ে বলল কেন।

তার বিশ্বাস ছিল, ওটা প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করবে। বলল, ওটা রক্ত চলাচলে সাহায্য করতে পারে, হৃৎপিণ্ড আর রক্তনালিকে মজবুত রাখতে পারে, আর জীবন যখন আর বিশেষ কিছুই দিচ্ছে না, তখন শরীরটাকে সচল রাখতে পারে।

কিন্তু তার আসল কথাটা ছিল অনেক সরল।

সে আমাকে বলল, ওটা সারাক্ষণের খিদের বোধটা কমাতে সাহায্য করবে।

আর খিদে একবার আমার ভাবনার ওপর দখলদারি ছেড়ে দিলে আমার মগজ মন দিতে পারবে এক নতুন অগ্রাধিকারে:

সুড়ঙ্গ থেকে বেরোনোর একটা পথ খোঁজা।

ওটা বিজ্ঞান ছিল, না বিশ্বাস, না মরিয়া দশা, নাকি তিনটেরই মিশেল, আমি বলতে পারব না।

যা বলতে পারি তা হল, আমার বেলায় ওটা কাজ করেছিল।

এতটাই ভালো কাজ করেছিল যে পরের মাসগুলোয় আমি বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়দেরও ওটা খেতে বলেছি।

তারপর এল সেই পরিসংখ্যান, যা আমাকে সত্যিই অবাক করল।

প্রথম যারা আমাকে ধন্যবাদ দিল, তারা আমার বন্ধুরা নয়।

তাদের স্ত্রীরা।

দেখা গেল, ভদ্রলোকদের জীবনের প্রতি উৎসাহে রসুন বেশ চোখে পড়ার মতো ছাপ ফেলেছে।

মহিলারা কৃতজ্ঞ ছিলেন।

খুবই কৃতজ্ঞ।

আশ্চর্যের কথা, মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে কেউ কখনও নালিশ করেনি।

গন্ধের কথা কেউ তোলেনি।

রসুনের ঝাঁঝ জৈব অস্ত্রের মতো বাতাস দখল করে নিচ্ছে, এমন কথা কেউ বলেনি।

ওরা বলেছে শুধু একটা কথা:

ওটা কাজ করেছে।

ঠিক যেমন কাজ করে সৎ লেখা।

যে গল্প সত্যি কথা বলে, তা প্রায়ই সফল হয় দামি মোড়ক ছাড়া, বিজ্ঞাপনী প্রচার ছাড়া, কর্পোরেট স্পনসর ছাড়াই।

সে স্রেফ নিজের কাজটা করে।

ঠকানোর ভারটা ছেড়ে দেয় তাদের হাতে, যারা স্বপ্ন বেচে গোটা গোটা ব্যবসা ফেঁদেছে…

রসুন ছাড়াই।

ফের্দিনান্দো

পুনশ্চ

এই লেখাটা পড়ার পর তুমি যদি রসুন খেয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো আর এখন দেখো বাথরুমে কয়েক মিনিট বেশি বসে থাকতে হচ্ছে, জেনে রেখো, ওটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়।

ওটা সেই অধ্যায়, যেটা আমি তোমাকে বিনামূল্যে দেব বলে ঠিক করেছি।

বেশিক্ষণ থাকে না, শরীরটাকে সাফ করে, আর কী করে যেন আত্মাটাকেও গুছিয়ে দেয়।

হাজার হোক, প্রতিটি মহৎ আবিষ্কারই একটা ছোট্ট ত্যাগ দাবি করে।

ফের্দিনান্দো